শিক্ষকতায় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান[1] এবং এম. নিয়ামত আলী[2]

পেশা হিসেবে শিক্ষকতা কেমন এ নিয়ে বহু মানুষের বহু রকমের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারো কারো মতে শিক্ষকতা কোন পেশার নাম নয়; এটি একটি ব্রত। সুপ্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষকেরা যে কোন জাতির সদা জাগ্রত বিবেক। দেশ কাল পাত্র ভেদে শিক্ষকরা হয়ে থাকেন সমাজের চোখে আদর্শবান, নীতিবান, চরিত্রবান, কর্মনিষ্ঠ, অধ্যবসায়ী ইত্যাদি গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। শিক্ষকেরা মানুষ গড়ার কারিগর। তাদের হাতে পৃথিবীর আগামীর ভবিষ্যৎ। শিক্ষকদের আন্তরিক উৎসাহে সারা বিশ্বে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীকে বাসোপযোগী এবং টেঁকসই করে গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবদানের সীমা নেই। শিক্ষকতা এমন এক পেশা যাকে প্রতিদিন তথ্য দিয়ে, জ্ঞানের আলো দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হয়। এই জন্য শিক্ষকদের প্রতিদিনই শিক্ষার্থী হয়ে থাকতে হয়। সমাজ রুপান্তরের জন্য তাই শিক্ষকদের অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একুশ শতকের পৃথিবী বিগত শতাব্দীর চেয়ে অনেক আলাদা এবং বিচিত্র কর্মকান্ডে ভরপুর। শিক্ষকদের সেই বিচিত্র কর্মকান্ডে যুক্ত হওয়া ছাড়া পথ নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আবিষ্কারের ফলে শিক্ষকদের শ্রেণী উপস্থিতি এখন হুমকির মুখে। অনেকে দেশে এখন পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে শ্রেণীকক্ষে রোবট স্থাপনের কথা ভাবছে। অর্থাৎ শিক্ষকতা তখন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভ্যাসের বিষয় থাকবে না, সেটি হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। সেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে শিক্ষকদের অনেক বেশি দক্ষতাবৃদ্ধির বিকল্প নাই। আক্ষরিক অর্থেই শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় নাই। একই সাথে সেই জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েই শিক্ষকদের শান্তি এবং প্রশস্তি।

শিক্ষকদের দায়িত্বের সীমা নেই। শিক্ষকেরা হচ্ছেন শ্রেণীকক্ষে আসা এক একজন তরুণ তরুণীর কাছে রোল মডেল অথবা আইকন। অনেক সময় একজন শিক্ষকই পুরো বিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ হয়ে থাকেন। সেই রোল মডেল বা আইকন হতে হলে শিক্ষককে হতে হয় অতি সাধারণ কিন্তু মাণের দিক থেকে অনেক আলাদা, উঁচু দরের। অনেক সময় দেখা গেছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম মেধাবী শিক্ষার্থীও শ্রেণীকক্ষে আসা শিক্ষকদের আচার আচরণ, পোশাক, শালিনতা, ভদ্রতার দিকে নজর দেয়। এই বিষয়গুলো ছাড়াও সেই শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতিদিনের পাঠদানে একই বিষয়কে একই আঙ্গিকে উপস্থাপনার দিকেও দৃষ্টি দিতে বাদ দেয় না । এ রকম পরিস্থিতিতে শিক্ষক যদি জ্ঞান গরিমায় তাদের স্বপ্নকে ছুঁতে ব্যর্থ হোন, শিক্ষক যদি বেত্রাঘাত দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকে চাপা দিতে চান, শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে সেই শিক্ষকের কোন আসন নেই। ফলে শিক্ষকতা একটি "ব্রত" হিসেবে বিবেচনা করে তাদের প্রশিক্ষিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য অনেক কাজের ভীরে শিক্ষকদের একমাত্র কাজ হওয়া উচিৎ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা। এবং এটি একটি মহান দায়িত্ব। যে কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কের ভাষণের চেয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ভাষণ এবং পাঠদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিক্ষকদের একটি মাত্র কথায় বা আচরণে আগামী দিনের নিউটন আইনস্টাইন বা জগদীশ বসু বের হয়ে

---

[1] নিয়াজ আহমেদ খান, পিএইচডি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান। একই সাথে তিনি আইইউসিএনের বাংলাদেশ প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উন্নয়ন ব্যবস্থাপক হিসেবে তার খ্যাতি সারা বিশ্বে। তিনি দেশ বিদেশের বহু উন্নয়ন সহযোগী বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সাথে কাজ করেছেন। তাকে পাওয়া যাবে niaz.khan@yahoo.com এই ঠিকানায়।

[2] এম. নিয়ামত আলী পড়াশুনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস এবং নয়া দিল্লীর সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। বর্তমানে তিনি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাকে পাওয়া যাবে niamot.ds@diu.edu.bd এই ঠিকানায়।

আসতে পারে। তাই অনেক দায়িত্বের মধ্যে শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেণী কক্ষে কমলমতি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের তৃষ্ণা পূরণ করা।

আজকের পৃথিবী অনেক বেশি কর্মমুখর। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র এবং পরিধি এখন ব্যাপক। পৃথিবীর গোলকাবর্ত ছেড়ে মানুষ এখন মহাশূন্যে বসতি গড়ার কাজে হাত দিয়েছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা এবং আকাঙ্ক্ষাও অনেক বেশি। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যদি তাদের সেই জিজ্ঞাসা এবং প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হোন তাহলে তার চিত্র প্রতিফলিত হবে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মে, চিন্তা চেতনায়। শিক্ষক যদি কথায় এবং কাজে শিক্ষার্থীদের চিন্তায় এবং কাজে পিছিয়ে থাকেন তাও তাদের মননে সমানভাবে ছায়া ফেলবে। যে শিক্ষক যে বিষয়ে পড়ান বা পড়াবেন বলে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন, তাকে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ, আন্তরিক হতে হবে। সেই বিষয়ে যে সকল পুস্তক তিনি আগে পড়েছেন বা নিজের জন্য পড়তেন, এখন সেগুলোকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের ভঙ্গীতে পুনরায় অধ্যয়ন করতে হবে। একই সাথে বাজারে আসা নিত্য নতুন বইপুস্তক আসলে তার দিকেও জ্ঞান আহরণের দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। সব কিছুর একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিক্ষক হিসেবে নিজে ঋদ্ধ করা এবং শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের মাঝে তা বিলিয়ে দেয়া। বিগত বছরে পড়ে আসা পাঠ্যপুস্তক নতুন করে পড়ার, বাজারে আসা নতুন চিন্তার নতুন আঙ্গিকের বই পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমেই সেই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। সেই দিক থেকে শিক্ষকদের অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকেরা জ্ঞানের সাগরে বিচরণ করলে তবেই তার শিক্ষার্থীরা নদীর মত বয়ে চলা শিখতে পারে। একজন পিছিয়ে গেলে শ্রেণীকক্ষের সকলেই পিছিয়ে পড়বে। সেই শুণ্যতা পূরণে শিক্ষকদের অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তাদের অধ্যয়ন এবং তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।